দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরাণ প্রতিভাস ও সাংস্কৃতিক প্রত্নতত্ত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

(মিথ ও কালচারাল আর্কিয়োলজি)

পুরাণ প্রতিভাস ও সাংস্কৃতিক প্রত্নতত্ত্ব

মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় এমন একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যা বর্তমান কালের ক্রমবর্ধমান বিভেদের সময় স্মরণ রাখা প্রয়োজন। নানা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা, খনন কার্য ইত্যাদিতে দেখা গেছে মানব সভ্যতা সর্বত্রই একটি পর্যায়ক্রমে স্তর থেকে স্তরান্তরে উন্নীত হয়েছে। যদিও সভ্যতার এই স্তরগুলি সব দেশে বা সব সমাজে একই সময়সীমায় আবদ্ধ থাকে নি। কখনও কখনও হয়তো একটি সমাজে একটি স্তর থেকে অন্য স্তরের আসতে অনেক যুগ কেটে গেছে, আবার পরবর্তী স্তর এসেছে দ্রুততর ভাবে। তবু স্তর ভাগ একভাবে হয়েছে। সভ্যতার এক-একটি স্তরে একই ধরনের বাড়িঘর, তৈজসপত্র, জীবিকা এমন-কি মানসিকতার বিবর্তন হয়েছে। এ বিষয়ে মর্গানের তত্ত্ব গ্রহণ করতেই হয়। সেই তত্ত্ব অনুসারে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের একটি কাল্পনিক রেখাচিত্র এঁকে তোলা যায় —

আদিম যুগীয়	বন্য —	নিম্ন মধ্য উচ্চ	মর্গান তত্ত্ব
আদিম বাসীয়	বর্বর —	নিম্ন মধ্য উচ্চ	
লোকায়ত		কৃষি	
নাগরিক / ধ্রুপদী		জনপদী	গর্ডন চাইল্ডের তত্ত্ব
গণমুখী		নাগরিক শিল্পনিক	

এরই ফলে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতায় পরিচিত মিথের মধ্যে আশ্চর্য ভাবগত সাদৃশ্য আছে।

গ্রেকো-রোমান মিথ অ্যাপোলো ও দাফনের সঙ্গে ইন্দো-এরিয়ান মিথ সূর্য ও উষা মিথের সাদৃশ্য আছে। তেমনই সেমেটিক মিথ ইস্তার-তাম্বুজ ও গ্রীক মিথ ভেনাস-আদোনিস। ইস্তার যেন ভেনাসে রূপান্তরিত। তাই ভেনাস যখন আফ্রোদিতে হয়ে সমুদ্র থেকে উঠে আসে মনে পড়ে অহনা নক্ষত্র মিথের কথা, যে সমুদ্রোত্থানের পর শুকতারা নামে পরিচিত হয়। আফ্রোদিতে ও উর্বশী দুজনেই সৌন্দর্যের আদর্শ, সাগরসম্ভূতা, পূর্ণযৌবনা রূপে প্রকাশিতা। গ্রেকো-রোমান স্বর্গাধিপতি জুপিটার ও বৈদিক ইন্দ্রের মধ্যে কী দারুণ চরিত্রগত সাদৃশ্য। প্রাচীন মেকসিকান অগ্নিদেবতা ও বৈদিক অগ্নিদেবতা, দুজনেরই বাহন বজ্র। জিয়ুস দারায়ুস চরিত্রে ও শব্দ উচ্চারণে প্রায় এক। সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেছেন সূর্য দেবতা (Sun God), কৃষ্ণ, যীশুখৃস্ট, অ্যাপোলো এমন-কি ভীষ্ম, কর্ণ, হেরাক্লিস প্রভৃতির জীবনে এক জাতীয় ঘটনা ঘটেছে। শৈশবে পরিত্যক্ত হয়ে অন্যকে মাতাপিতা জ্ঞানে বড়ো হওয়া, বাল্যে নানা শত্রুবধ, এবং পরে বীরত্বের অভিনব প্রকাশ। অরণ্য পর্বতে আশ্রয় নেওয়া ইত্যাদি সমান্তরাল ঘটনা ঘটেছে।[১]

এই সব উদাহরণ থেকে বোঝা যায় বাইরে কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও অন্তরঙ্গ রূপটি এক। উনবিংশ শতকে উইলিয়াম জোন্‌স এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্‌বোধনে যে মূল্যবান বক্তৃতাটি দেন, সেটিকে কেন্দ্র করে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা দেখলেন সংস্কৃত, ল্যাটিন ও জার্মানিক ভাষা একটি কেন্দ্র থেকে উদ্ভূত। ভাষাতাত্ত্বিক এই সত্য থেকে বোঝা যায় মানবের অন্য ভাবনা ও কল্পনাও এককেন্দ্রিক। অতএব অনেকে মত প্রকাশ করলেন পৃথিবীর সব মিথের কেন্দ্রস্থল একটাই, পরে বিভিন্ন সভ্যতার সংস্পর্শে এসে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বাণিজ্যের জন্য বা নতুন উপনিবেশ স্থাপনের জন্য মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে। এইভাবেই মিথ বাহিত হয়েছে। তা ছাড়া পরাজিত শত্রুদের দাস করে রাখা ও আন্তর্গোষ্ঠগত বিবাহের ফলেও এক ভূখণ্ডের মিথ অন্য খণ্ডে পৌঁচেছে।

তবু প্রশ্ন থাকে ভাস্কো-দা-গামা ও ক্যাপ্টেন কুকের মাধ্যমে আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া এই দুটি মহাদেশ মাত্র কয়েক শতক আগে পশ্চিমী সভ্যতার কাছে পরিচিত হয়। পৃথিবীর কোনো প্রান্তের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল না। অথচ তাদের মিথ ও রিচ্যুয়াল অন্য দেশের মিথভাবনার সদৃশ। অতএব মিথের এককেন্দ্রিক তত্ত্ব সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষত:

সেকালে যাতায়াত স্থলপথে বা জলপথে - হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করা সম্ভব ছিল না। এই সূত্রে ঈ·বি টাইলারের তত্ত্ব মনোগত আইন ও মনস্তাত্ত্বিক যুংয়ের সামষ্টিক নির্জ্ঞান তত্ত্বই গ্রহণযোগ্য।

মনোগত আইন : Mental Law

মিথের বৈজ্ঞানিক আলোচনার ইতিহাসে দেখা যায় খৃ·পূ· ৫৪০-৫০০তে Xenophanes of Colophon প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মিথের বিচার করতে চেষ্টা করেছিলেন। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকেই মিথ বিষয়ক বৈজ্ঞানিক আলোচনা ঠিক পথে চলেছে। তার আগে যা কাজ হয়েছে সেখাতে তথ্য প্রমাণের অভাব আছে। K.O. Muller (১৭৯৭-১৮৪০) -কে এর প্রথম প্রবক্তা বলা চলে। তিনি বলেন একটি মিথের ব্যাখ্যা তার উৎস থেকে খুঁজতে হবে। অবশ্য তাঁর আগেও De Brosses (১৭০৯-১৭৭৭), Lafitale (১৭২৪) Fredich Schelling (১৭৭৭-১৮৫৪) প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়।

Lewis তার An Introduction to Mythology গ্রন্থে নৃতাত্ত্বিক মতাদর্শী (Anthropological School) টাইলারের কথা বলেন। Tylor বলেছেন পৃথিবীর নানা অংশে প্রচলিত কোনো মিথের সঙ্গে যদি অন্য কোনো মিথের বার বার সাদৃশ্য দেখা যায় তবে তাকে কাকতালীয় বলা যায় না। এখানে বুঝতে হবে যে এর কোনো সাধারণ সূত্র আছে। সেই সূত্রটি অনুসন্ধান করে তার পৌন:পুনিকতা বিচার করতে হবে। এর নাম তিনি দিয়েছেন " "Test of recurrence" "The treatment of similar myths from different regions ... makes it possible to trace in mythology the operation of imaginative process recurring with the evident regularity of mental law."[২] এটি মিথের বৈজ্ঞানিক আলোচনা অতি মূল্যবান কথা।

কিন্তু এই সাদৃশ্য বা ঘটনার চরিত্রগত পৌন:পুনিকরণের জন্য মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারস্থ হতে হয়। ফ্রয়েড মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা (personal image) ও ধারণাকে

কেন্দ্র করে তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতি গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর শিষ্য য়ুং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখালেন মানুষের আর একটি অভিজ্ঞতা আছে। তা হল - প্রাথমিক (primary)। মানুষও জীববিশেষ এবং প্রাণরক্ষার তাগিদে তার মধ্যেই কয়েকটি সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) কাজ করে। অন্য প্রাণীদের মতো মানুষের জীবনে যখন প্রাণরক্ষার লড়াই তীব্রতর ছিল তার মধ্যে এমন বহু তাগিদ গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে সেগুলি অবচেতনে প্রবেশ করেছে। তিনি বলছেন,"The primary image is the memory deposit an engram, derived from a cognition of innumerable similar experiences ... the Psychic expression of an anatomically, physiologically determined natural tendency."[৩]

য়ং তাঁর এই Collective Unconscious বা সামষ্টিক নির্জ্ঞানের ভাব পরিকাঠামোকে আর্কিটাইপ বলছেন। বাংলায় বলা হচ্ছে প্রত্নপ্রতিমা। পূর্ববর্তী লোক-গবেষক অ্যাডল্‌ফ্‌ ব্যাসটিয়ানের (১৮২৬-১৯০৬) মতের এটি উন্নত সংস্করণ। ব্যাসটিয়ান তাঁর দীর্ঘ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছিলেন মানুষের ভাবনাচিন্তার মূল ধারণা (elementary ideals) বিভিন্ন অঞ্চলের বিশিষ্ট ভাবনার দ্বারা পরিপুষ্ট ও প্রভাবিত হয়। তিনিই প্রথম ethnic ideas (volkergedarka) শব্দটি চয়ন করেন। য়ুং বলেছেন, সমষ্টিগত নির্জ্ঞান সূত্রটি গ্রহণ করলে বিশুদ্ধ নিগ্রোয়েড পুরাণ কাহিনীতে গ্রীক পুরাণের মোটিফ পেলে আশ্চর্য হতে হবে না।

বলা বাহুল্য য়ুং-এর এ মত সকলে একবাক্যে গ্রহণ করতে রাজী হন নি। কিন্তু প্রতিবাদে তাঁরা যে-সব যুক্তি দিয়েছেন সেখানে আত্মখন্ডন ধরা পড়েছে। যেমন সুকুমারী ভট্টাচার্য য়ুং-এর মত গ্রহণ করেন নি অথচ তিনি লেভি স্ট্রোসকে সমর্থন করেন। কিন্তু লেভি স্ট্রোস স্বয়ং য়ুং-এর মত মেনেছেন। তিনি বলছেন ঐতিহাসিক উত্তর পাওয়া না গেলে মনস্তত্ত্ব ও গঠনগত Structural analysis of form মানতেই হবে। "Parallel recurrence whose frequency and cohesion cannot possibly be the result of chance."[৪]

আর্কে শব্দটি গ্রীক, যার অর্থ শুরু। আর্কেটাইপ শব্দটি ফিলো জুডাকাসের (Philo

Judacas) রচনায় পাওয়া যায় । তিনি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর স্বরূপত্ব (God image বা Imago Dei) বোঝবার চেষ্টা করেছিলেন । য়ুং Collective Unconscious কেই আর্কেটাইপ বলেছেন । মানুষের অবচেতনে আছে জন্মসূত্রে পাওয়া সমষ্টিগত নিজ্ঞান এবং উপরিতলে আছে ব্যক্তিগত অবচেতন (personal unconsciousness) । এর থেকেই আমরা দেখি সমষ্টিগত মিথ ও ব্যক্তিগত মিথের সৃষ্টি । ঐতিহাসিক ভাবে, আদিম প্রাগৈতিহাসিক পর্ব থেকে যে-সমস্ত ভাবনা, ক্রমানুয়ে বহিরাঙ্গিক উর্ধ্বতন বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সমকাল পর্যন্ত চলে আসে, তার থেকেই সোশ্যাল মিথের পরিকাঠামো তৈরি হয় । আবার প্রতিটি মানুষই আলাদা, স্বয়ংসম্পূর্ণ । তার রূপকল্পনা, বোধ অনুভব, অভিজ্ঞতা অবচেতনে কাহিনী রচনা করে । অন্তরঙ্গ বোধের স্তর থেকে বহিরঙ্গ প্রকাশে যাবার পথে ভাবনার উপকরণগুলি যে প্রত্ন-প্রতিম পর্যায়ে রূপধারণ করে সেটিই হল Personal Myth ।

রিচুয়াল ও মিথ : (Ritual and Myth)

এ দুটি অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পৃক্ত । একটি ক্রিয়া অপরটি ভাব । রিচুয়ালের বাহন নাচ, বিভিন্ন মুদ্রা ও বহিরঙ্গ উপাদান, মিথের বাহন কথা । অনেক সময় একটি কাহিনী বর্ণনা করে সেই অনুসারে পূজার উপকরণ দিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় । আদিবাসী নৃত্যে মিথ ও রিচুয়াল সাঙ্গীভূত । তবে মিথ থেকে রিচুয়াল এসেছে, রিচুয়াল থেকে মিথ আসে নি ।

অনেক সময়ে এইসব পূজাকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় । মিথ সব সময় সরস, তার কোথাও দাঁড়ি না টানলেও চলে । কিন্তু তার ফলে তার মধ্যে রূপকথার প্রবণতা এসে যায় । লেভি স্ট্রোস মনে করেন মিথ মা-মাসীর আঁচলের তলে বিছানার নিরাপদ সুখাশ্রয়ে শোনার কথা ।

অনেক রিচুয়ালের পেছনে গল্প আছে, কিন্তু মিথ নেই । যেমন উর্বরতাকেন্দ্রিক বহু অনুষ্ঠান । ব্যাঙের বিয়ে দিয়ে বৃষ্টি নামানো ইত্যাদি । রিচুয়ালে অনেক ম্যাজিকও থাকে । উর্বরতাকেন্দ্রিক রিচুয়ালে শস্যকামনার উদ্দেশ্যে যেমন অনেক দেশে লম্বা কেশ আলুলায়িত করে নারীগণ নাচেন যাতে শস্য দীর্ঘায়ত হয় । মাটিতে রক্তদান, কর্ষণভূমিতে শস্য বপনের পূর্বে

যৌন মিলন, বীজ ভিজিয়ে তার শিকড় বার হলে তাই দিয়ে দেবতার অর্ঘ্য দানের নানা ধরন পৃথিবীর সমস্ত কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার মধ্যে নানাভাবে বা রূপে দেখা যায় । এগুলি ম্যাজিক ।

লোককথা উপকথা ও মিথ : (Folk Lore, Folk Tale, Legend and Myth)

সবেরই মূল উপজীব্য গল্প বা কাহিনী । কিন্তু মিথের মধ্যে যে গভীর তাৎপর্য আছে লোককথা উপকথায় তা নেই । এগুলি সহজ সরল মানুষের জীবনের নানা সামাজিক সমস্যার কথা, ছোটো ছোটো ভয়-ভাবনার কথা । সেইসঙ্গে ন্যায়সংগত ভাবে সমস্যাপূরণের তাগিদও দেখা যায় । এর থেকে আমরা আদিম সমাজের রীতি নিয়ম বিশ্বাস ও জীবনবোধের পরিচয় পাই ।

মিথ ও লোককথা আলাদা হলেও একেবারে বিপরীতধর্মী নয় । অনেক জায়গাতে মিলে মিশেও গেছে । যেমন অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের ক্ষেত্রে হয়েছে । মিথের সঙ্গে ধর্মের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকলেও মানুষের শাশ্বত আবেগমথিত জীবনাদর্শ তাকে মনুষ্যত্বের চিরন্তন সত্যে পরিণত করে ।

উপকথা এবং বীরগাথা বা লেজেন্ডে পিতৃপুরুষদের মহিমাময় কাহিনী মিথে পরিণত হয় । রাম বা কৃষ্ণ হয়তো সত্যিই ছিলেন এবং এঁদের বীরত্ব দেবত্বে উপনীত করেছে । হোমারের কাব্যে দেবতাও আছেন । বীরও আছেন । পরবর্তী যুগে মানবমনে তার প্রতিক্রিয়া বদলায় ।

এইভাবে দেখা যায় উপকথা বা লোককথার বিষয়বস্তু সাধারণভাবে গাম্ভীর্যপূর্ণ বা তাৎপর্যমন্ডিত হয় না । তবে এর থেকে মিথের জন্ম হতে পারে ।

সূত্র নির্দেশ

১। Bhattacharya, Sukumari, The Indian Theogony. Published by Sripati Ghosh, Firma K.L.M. Pvt. Ltd. Calcutta. First Edition Cambridge University Press, 1970. Corrected Indian Edition, 1978.

২। Lewis Spence, An Introduction to Mythology, London, G.G. Harrap and Company Ltd. First Published 1921. The Riverside Press Ltd. Edinburge, Great Britain.

৩। Jung C.G. and Kerenyi C. : Introduction to a Science of Mythology. Rokteleg and Kegan Paul Ltd. Broadway House, London E. C. 4.

৪। Levi Straus - Structural Anthropology. Raw and cooked - Introduction to a Science of Mythology.